



41811 – من حج فلم يرفث... হাদিসটির অর্থ কী?

প্রশ্ন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه

(অর্থ- যবে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করল, কনিতু কোন যতীনাচার কথিবা পাপ করল না সবে যনে ঐ দিনরে ন্যায় ফরিবে এল যবে দিনি তার মা তাকে প্রসব করছে)?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হাদিসটি বুখারি (১৫২১) ও মুসলিমি (১৩৫০) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করছেন যবে, তিনি বলনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যবে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করল; কনিতু কোন যতীনাচার কথিবা পাপ করল না সবে ঐ অবস্থায় ফরিবে আসবে যবে অবস্থায় তার মা তাকে প্রসব করছে।”

তিরমযিরি এক বর্ণনায় (৮১১) এসছে-“তার পূর্ববে সব গুনাহ মাফ করে দেয়ো হবে।”[আলবানি সহি তিরমযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি বলছেন]

এ হাদিসটি আল্লাহ তাআলার সবে বাণীর মত-

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

“অর্থ- হজ্বে নরিদযিট কয়কেটি মাস আছে। যবে ব্যক্তি সবে মাসে নিজরে উপর হজ্বে অবধারতি করে নেয়ে সবে হজ্বে সময় কোন যতীনাচার করবে না, কোন গুনাহ করবে না এবং ঝগড়া করবে না।”[সূরা বাকারা (২): ১৯৭]

الرفث বলা হয় অশ্লীল কথাকবে। মতান্তরে, সহবাসকবে।

ইবনে হাজার বলনে:



হাদসি الرفث দ্বারা এর চয়েে ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য। কুরতুবীও এ মতরে দকিে ধাবতি হয়ছেন। রোজা সংক্রান্ত হাদসি (فَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ) (অর্থ- তোমাদের কতেে যদেনি রোজা রাখে সে যনে رفث না করে) এর বাণীতেও একই ব্যাপকতা উদ্দেশ্য। সমাপ্ত

অর্থাৎ হাদসি رفث শব্দটি অশ্লীল কথা ও সহবাস উভয়টকিে শামলি করে।

হাদসিরে বাণী: وَلَمْ يَفْسُقْ এর মানে হচ্ছে- কোনে পাপকাজ কথিা অবাধ্যতামূলক কাজ করেনে।

হাদসিরে বাণী: كَيَوْمِ مَوْلَدَتِهَا مَه (অর্থ-ঐ দিনিরে ন্যায় ফরিে এল যে দিনি তার মা তাকে প্রসব করছে) অর্থাৎ- নিষ্পাপভাবে।

হাদসিরে আপাত অর্থ হচ্ছে- এতে সগরি-কবরি উভয় প্রকার গুনাহ মফ হব- এটি ইবনে হাজার বলছেন।

কুরতুবী, কাযী ইয়ায প্রমুখ এ অভিমতি ব্যক্ত করছেন। তরিমযি বলনে: মফ পাওয়ার বযিটসিসেব গুনাহর সাথে খাস যগেুলে আল্লাহর অধিকাররে সাথে সম্পৃক্ত; বান্দার অধিকাররে সাথে নয়। মুনাওয়া 'ফায়যুল কাদরি' গ্রন্থতে একই কথা বলছেন।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী:

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجِعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ مَوْلَدَتِهِ أَه (অর্থ- য়ে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করল, কন্িতু কোনে যতৌনাচার কথিা পাপ করল না সে যনে ঐ দিনিরে ন্যায় ফরিে এল য়ে দিনি তার মা তাকে প্রসব করছে) অর্থাৎ কোনে মানুষ যদি হজ্জ আদায় করে এবং আল্লাহ যা কছি হারাম করছেন সসেব থেকে বরিতি থাকে ; সসেব হারাম বযিরে মধ্যতে রয়েছে- رفث তথা নারী গমন, فسوق তথা আল্লাহর আনুগত্যরে লঙ্ঘন। আল্লাহর আনুগত্যরে লঙ্ঘন না করতে হলে আল্লাহ যা কছি ফরজ করছেন সেগেুলে বর্জন করবে না এবং আল্লাহ যা কছি হারাম করছেন সেগেুলে লপ্তি হব না। এর ব্যতকিরম কছি করলে তে সে فسوق তথা পাপ করল। অতএব, কোনে ব্যক্তি যদি হজ্জ আদায় করে এবং فسوق ও رفث না করে তাহলে সে গুনাহ থেকে পুতপবতির হয়ে বরে হব যেভাবে মানুষ তার মাতৃগর্ভ থেকে নিষ্পাপভাবে বরে হয়। অনুরূপভাবে এ ব্যক্তি যিনি এ শর্ত পূরণ করে হজ্জ আদায় করছেন তিনিও গুনাহ থেকে পুতপবতির হয়ে বরে হবনে। [শাইখ উছাইমীনেরে ফতোয়াসমগ্র (২১/২০)]

তনি আরও (২১/৪০) বলনে: হাদসিরি বাহ্যকি অর্থ হচ্ছে- হজ্জরে মাধ্যমে কবরি গুনাহও মফ হব। সুতরাং কোনে দললি ছাড়া আমরা এ বাহ্যকি অর্থকে এড়িয়ে যতে পারনি। কোনে কোনে আলমে বলনে: পাঁচ ওয়াক্ত নামায যখন কবরি গুনাহ মচেন করে না; অথচ নামায হজ্জরে চয়েে মহান ইবাদত ও আল্লাহর নকিটে প্রযি; সুতরাং হজ্জ কবরি গুনাহ মচেন না করাটাই স্বাভাবকি। কন্িতু আমরা বলব: হাদসিরে বাহ্যকি অর্থ এটাই। আল্লাহর বধিবিধিরে মধ্যতে অনকে গূঢ়রহস্য রয়েছে



আছে এবং সওয়াবের ক্ষেত্রে কোন যুক্তি চলবে না।[কপ্রিচ্ছতি পরমার্জতি ও সমাপ্ত]